পরিচালক, সরেজমিন উইং, ডিএই'র দপ্তর
অতিরিক্ত পরিচালক (সম্প্রসারণ ও কো-অর্ডিঃ/মনিটরিং ও বাস্তবায়ন/উপকরণ)
উপপরিচালক (সম্প্রসারণ/কো-অর্ডিনেশন/মনিটরিং/সার ব্যবস্থাপনা/বাস্তবায়ন/বীজ ও অন্যান্য উপকরণ)
অতিরিক্ত উপপরিচালক (উপকরণ/ কন্ট্রোল রুম)
প্রশাসন শাখা/পি এ টু পরিচালক
অন্যান্য
পরিচালক.................................উইং
ডায়রী নং
তারিখঃ
অতীব জরুরী
জরুরী
অবগত

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

ঘূর্ণিঝড় ও সম্ভাব্য বৃষ্টিপাতের জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

(বাগেরহাট, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, ঝিনাইদহ, খুলনা, কুষ্টিয়া, মাগুরা, মেহেরপুর, নড়াইল, সাতক্ষীরা বরিশাল, বরগুনা, ভোলা, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, চাঁদপুর, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, ফেনী, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ঢাকা, গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, রাজবাড়ী, শরীয়তপুর, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, ও সিলেট জেলার জন্য)

প্রকাশের তারিখ : ২২ অক্টোবর, ২০২২

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (বিএমডি) এবং ভারতের আবহাওয়া অধিদপ্তরের (আইএমডি) তথ্য অনুসারে, আন্দামান সাগর ও তৎসংলগ্ন দক্ষিণপূর্ব বঙ্গোপসাগর এলাকায় সুস্পষ্ট লঘুচাপটি ঘনীভূত হয়ে নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে এবং এটি আরও ঘনীভূত হয়ে ২৩ শে অক্টোবর দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে একটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। পরবর্তীতে, এটি ২৪ শে অক্টোবরের মধ্যে ধীরে ধীরে উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে বঙ্গোপসাগরের উপর ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার খুব সম্ভাবনা রয়েছে। এটি উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে ২৫ শে অক্টোবর বাংলাদেশের উপকূলের কাছাকাছি পৌছাতে পারে। এই ক্ষেত্রে, ২৪ -২৬ অক্টোবর ২০২২ -এর মধ্যে উপরোক্ত জেলাগুলিতে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে এবং উপকূলের কোথাও কোথাও অতি ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। এই পরিমাণ বৃষ্টিপাত এবং উচ্চ বাতাসের গতির কারণে ফসল চাষের উপর প্রভাব পড়তে পারে। এমতাবস্থায়, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দন্ডায়মান ফসল রক্ষার জন্য নিম্নলিখিত জরুরি পরামর্শসমূহ প্রদান করা হলো:

- আমন ধান ৮০% পরিপক্ক হলে অতিসত্বর কেটে ফেলার পরামর্শ দেয়া হলো। অন্যথায় ঘূর্ণিঝড়ে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।
- পরিপক্ক উদ্যান ফসল ও সবজি দ্রুত সংগ্রহ করে নিতে হবে।
- সেচ নালা পরিষ্কার রাখতে হবে যাতে ধানের জমিতে অতিরিক্ত পানি জমে না থাকে।
- ক্ষেতের চারপাশে উচুঁ বাঁধ দিতে হবে যাতে পানির স্রোত দন্ডায়মান ফসলের ক্ষতি করতে না পারে।
- ঘূর্ণিঝড় চলে যাওয়ার পর অতি বৃষ্টি ও ঝড়ে যে গাছগুলি মাটিতে পড়ে যাবে তা অতি দ্রুত উঠিয়ে ফেলতে হবে।
- যেহেতু ভারী বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়ায় বীজ ও চারা ভেসে যেতে পারে তাই এই মূহুর্তে বীজ বপন ও চারা রোপণ থেকে বিরত থাকতে হবে।
- সেচ, সার ও কীটনাশক প্রয়োগ আপাতত বন্ধ রাখতে হবে।
- পুকুরের চারপাশ জাল দিয়ে ঘিরে দিন যেন ভারী বৃষ্টিপাতের পানিতে মাছ ভেসে না যায়।
- গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী নিরাপদ উচ্চ স্থানে স্থানান্তরিত করতে হবে।
- মৎস্যজীবিদের সমুদ্রে যাওয়া থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেয়া হলো।

ড. মোঃ শাহ কামাল খান
প্রকল্প পরিচালক
মোবাইল ফোন নং +৮৮০১৭১২ ১৮৪২৭৪